krunঅরিজিৎ কথঞ্চিৎ

মাতৃভাষা- নাহি নাহি ভয়

আলাদা আলাদা স্থানীয় ভাষার দরকার কি?

অনেক ভাষা রয়েছে যখন আরও কেন চাও,
একটি ভাষার দুঃখে কেঁদে আকাশ ভরাও?

কোন কোন যুক্তিবাদী বলবেন- নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান বিশ্বের বৈচিত্র্য বাড়ায়, তাকে আকর্ষণীয় করে। কিন্তু, শিশুকাল থেকে যা পরিচিত তার প্রতি মানুষের আবেগকে যুক্তির বেড়ার মধ্যে ধরতে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা। হয়তো পরিচিতির মায়াই নিজস্ব স্থানীয় ভাষা বিহনে মানুষকে করে রাখে মানসিকভাবে ছিন্নমূল। অন্য ভাষায় কথা বলতে গিয়ে অন্য কেউ হয়ে যাব না তো? চেপে ধরতে থাকে এই অনুচ্চারিত ভীতি ।

একই বনে গজিয়ে ওঠে অনেক রকম গাছ,
এক সাগরে সাঁতরে বেড়ায় হাজার রকম মাছ।

ভেবে দেখলে, প্রকৃতির অনেক কিছুর মতই বহু ভাষার অস্তিত্বও কারণবিহীন নয়। যতই উন্নত হোক না কেন, কোন একটি বিশেষ ভাষা বিশ্বজগতের সম্পূর্ণ পরিমণ্ডলকে, তার সব রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে ধরতে পারে না। বড় বড় রাজকীয় ভাষার পাশে টিঁকে থাকা স্থানীয় ভাষার নিজস্ব অস্তিত্বের জোর (raison d'etre) সেখানেই। শব্দাবলী দেখুন- ম্যাদামারা, বিনদাস অথবা ঢং শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ ইংরাজীতে পাওয়া মুশকিল, তেমনি ইনপুট, আউটপুট, ইঞ্জিন, ক্যুইজ, অনলাইন ইত্যাদিকে বাংলা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করাও কঠিন। তাছাড়া, মাতৃভাষার নানা বাগধারা, প্রবাদের সাথে সেই জায়গার জীবন, পরিবেশ আর সংস্কৃতির যোগ থাকে বলে সেটি না শিখলে প্রবল হয় নিজভূমে পরবাসী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা । বাংলায় মাকাল ফল (সুরূপ কিন্তু বুদ্ধিহীন), বুদ্ধির ঢেঁকি (অল্পবুদ্ধি)'র অনুবাদ করে Dandy বা Nitwit বলে কী লাভ। ইংরাজীতে অর্থহীন কাজ বলতে "Bringing coal to Newcastle" বলে আর বাংলায় বলে 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া' আবার দেখুন, তুলনা-ই হয় না ব্যাপারটি "কাঁহা রাজা ভোজ, কাঁহা গঙ্গু তেলি" হিন্দিতে বলায় যেমন ধাক্কা মারে, অন্য কোন ভাষায় তেমনটি হয় কি? আইসল্যান্ড-এর মানুষ ২০-টির বেশী শব্দ ব্যবহার করে নানা ধরণের বরফকে ধরে ফেলে। বাংলার মানুষ চালের নাম হিসেবে অন্ততঃ ১১টি শব্দ ব্যবহার করে।

স্থানীয় ভাষার যে গুণটি আমরা প্রায়ই ভুলে যাই তা হ'ল, তারা যুগযুগান্তর ধরে সংগৃহীত ও সঞ্চিত স্থানীয় জ্ঞানের ভান্ডার। ফ্রিজ ছাড়াও খাবার ঠিক রাখার পদ্ধতি, স্থানীয় গাছপালা, পশুপাখির আচরণ আর স্থানীয় পরিবেশের আরও বহু বিষয়ের সম্পর্কে সরল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান স্থানীয় ভাষার মধ্যেই নিহিত থাকে। স্থানীয় পরিবেশের ঐতিহাসিক জ্ঞান না থাকলে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন। তাই, যখনই কোনো স্থানীয় ভাষা লুপ্ত হয়, তখন একটি সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা আর প্রজ্ঞার ভাঁড়ার চিরতরে হারিয়ে যায়।

বিশ্বজুড়ে প্রতিটি দিন ভাষারা হারায়,
মাতৃভাষা বিনে মানুষ দাঁড়াবে কোথায়?

২০২২ থেকে ২০৩২ সাল পর্যন্ত স্থানীয় ভাষার (মাতৃভাষা) দশক হিসাবে ঘোষণা ও উদযাপন করার শুরুতেই রাষ্ট্রসংঘ স্থানীয় মাতৃভাষাগুলির বিলুপ্তি নিয়ে চিন্তা ব্যক্ত করে।[১] তাদের মতে পৃথিবীর ৬৭০০টির বেশি স্বীকৃত মাতৃভাষার মধ্যে

৪০% বিলুপ্তির সম্ভাবনায় ধুঁকছে। ২০২২ সালের অন্য একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি দু'সপ্তাহে একটি করে স্থানীয় ভাষা বিলুপ্ত হয়। ভারতের দিকে তাকালে এই সংখ্যাগুলি আসলের চেয়ে অনেক কম মনে হয়, কারণ শুধুমাত্র এই ভূখন্ডটিতেই ১২১টি মাতৃভাষায় অন্ততঃ ১০০০০ মানুষ কথা বলেন। ২০১১-র জনগণনা থেকে জানা যায় এ দেশে মাতৃভাষার সংখ্যা অন্ততঃ ১৯৫০০।[২,৩] পশ্চিমবঙ্গেই ১১০টির বেশি (যেমন লোধা-শবর, তামাং, লিম্বু, সাদরি ইত্যাদি) মাতৃভাষায় মানুষ কথা বলেন। তাদের কয়েকটির নিজস্ব বর্ণমালা আছে। যে সব মানুষ পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত করে বিলুপ্তির রাস্তা থেকে মায়ের ভাষাকে বাঁচানোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন বাস্তব পরিস্থিতি প্রায়ই তাঁদের আবেগ-ভালবাসার প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়।

উপনিবেশগুলিতে বাইরের শাসক এসে তাদের নিজেদের ভাষায় কাজ করা শুরু করায় স্থানীয় ভাষা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল ও লুপ্ত হয়েছিল। তার পর স্বাধীন দেশগুলিতে সেই ঘটনাই ঘটতে থাকে সমসত্ব জাতি গঠনের তাগিদে। দেশের মধ্যে রাজনীতি ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীরা নানা উপায়ে তাদের ব্যবহৃত ভাষাকে অপরিহার্য করে তোলে। কিছু ভাষা ছড়িয়ে পড়ছে, কিছু যাচ্ছে তলিয়ে। একই রকম চেহারার ভাষাগুলির কোনোটিকে বলা হচ্ছে ভাষা, কোনটিকে উপভাষা। উপভাষাকে ভাষার স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তার গুণবত্তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পেশীবল। গত শতাব্দীর ভাষাবিদ ম্যাক্স ওয়েইনরাইখ বলেছেন, 'ভাষা হ'ল নিজস্ব সৈন্যবলে বলীয়ান একটি উপভাষা।' ("A language is a dialect with an army and a navy." Max Weinreich)। কলকাতা বা ঢাকার বাংলা, লন্ডনের ইংরাজি বা প্যারিসের ফরাসী এই কারণেই 'স্ট্যান্ডার্ড' হয়ে অন্য উপভাষাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে।

আমেরিকা, আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার দিকে তাকালে বোঝা যায় আগেকার ঔপনিবেশিক শাসকের ভাষা কীভাবে অজস্র স্থানীয় ভাষাকে গ্রাস করে নিয়েছে। ভারতেও ইংরাজী কম প্রভাব ফেলে নি। তবে, অন্য জায়গাগুলির তুলনায় এদেশের কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় রাজা-রাজরারা শাসনকার্য ও বিচারব্যবস্থায় নানা স্থানীয় ভাষার প্রয়োগ করে তাদের জোরদার করে রাখায় গ্রাস সম্পূর্ণ হয় নি। তবু, দুনিয়ার নিয়ম হ'ল ঘরের ভিতর ঘর। স্বাধীন দেশগুলির অপেক্ষাকৃত দুর্বল গোষ্ঠীগুলির অনুযোগ- দেশের মধ্যেই ভাষা উপনিবেশবাদ চলছে। উর্দু ঔপনিবেশিকতার প্রতিবাদ করতে করতেই বাংলাদেশের জন্ম। ভারতেও প্রথমে দক্ষিণী প্রদেশগুলি এবং ধীরে ধীরে অন্যরাও হিন্দির বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তুলছে।

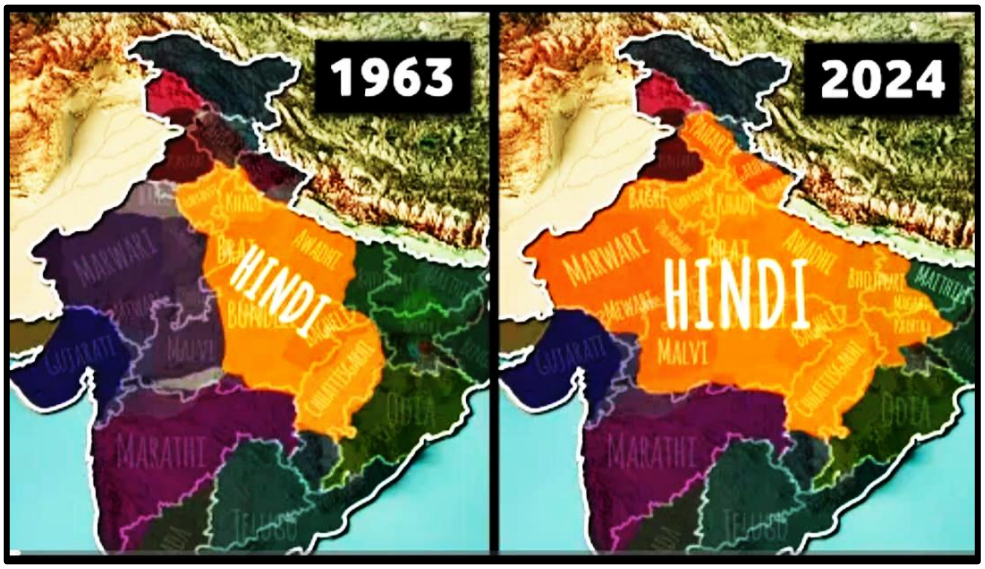

ওপরের ছবিটি দেখলে বোঝা যায়, হিন্দি ভাষা গত ৬১ বছরে স্থানীয় ভাষা মারোয়াড়ী, মেওয়ারি, কুমাউনি, গাড়োয়ালি সহ বহু পাহাড়ি ভাষা, ভোজপুরী, কুর্মালি ইত্যাদিকে হিন্দি নাম দিয়ে নিজের আয়তন বাড়িয়েছে। ১৯৬১তে ১১টি স্থানীয় ভাষাকে হিন্দি আখ্যা দেওয়া হয়। ১৯৭১-এ সেই সংখ্যাটি ৪৮-এ পৌঁছে যায়। এইসব অস্তিত্বের স্বীকৃতি হারানো ভাষার মধ্যে প্রায় পাঁচকোটি মানুষের মাতৃভাষা ভোজপুরীও আছে।[৪]

ভাষা পরিবর্তন বা বিলুপ্তি যে সবসময়ই জোর করে ঘটানো হয় তেমন নয়, আপাত শান্তিময় চাপও আছে। উপভাষাভাষী মানুষ উচ্চারণ, শব্দ ইত্যাদি নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ান। এসব চাপে যখন তাঁরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেন, তখন তাদের 'সভ্য হয়ে ওঠা'কে অভিনন্দিত করে প্রভাবীসমাজ, উপভাষাটি লোপ পায়। যেমন দেশভাগের সময় থেকে বহু বাঙ্গাল পশ্চিম বাঙলায় এসে থিতু হয়েছেন। সে সব পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মও বাঙ্গাল বলতে হোঁচট খায়। পশ্চিমবঙ্গে যেমন বাঙাল ভাষা শোনা যায় না, তেমনি শোনা যায় না বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ বা উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির উপভাষা। হিন্দি বলয়ে ভোজপুরী, পাহাড়ি, কুর্মি ইত্যাদি উপভাষা'র সমস্যাও এক রকম।

দেশের সীমা নির্ধারণ করার আগে পরে 'আমরা ঠিক কী কারণে আলাদা?' প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠতে থাকে। পৃথক ভাষা তখন অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। কোন বিশেষ ভাষা মানুষকে একজোট করে তাদের আলাদা ব্যঞ্জনা দেয়। আবার অনেক ভাষার জন্ম হবার পরে যখন ছোট জনগোষ্ঠীগুলি বড় বড় রাজ্য গঠন করে মিলে যেতে থাকে তখন ভাষাগুলিকেও মিলিয়ে নেবার প্রয়োজন বোধ হতে থাকে।

তোমরা কর ভাষাপ্রেম, আমরা ভয়ে থাকি,
প্রেম তোমার পর্দা এমন, লুকিয়ে রাখে ফাঁকি।

ভাষাভিত্তিক আবেগ ধ্বংস করার অস্ত্রও হয়ে দাঁড়াতে পারে। মানুষের ইতিহাসে বার বার একটি দেশ, ধর্ম বা জাতির প্রতি তীব্র আবেগ অন্য দেশ, ধর্ম বা জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও সংস্কৃতির বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে ছোট ছোট যুযুধান মানবগোষ্ঠীর যুদ্ধের সময় নিজেদের রহস্য দুর্বোধ্য রাখার জন্য প্রয়োজন ছিল আলাদা ভাষার। নানা স্তরে প্রয়োজনের রূপরেখা বদলে গেলেও ভাষা নিয়ে বিবিধ শক্তির খেলা এখনও থামে নি। যেমন দেশনেতারা অন্য রাস্তার খোঁজ না করেই জাতীয় ভাষা ঘোষণাটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ফেলেন, তেমনই নানা পেশার লোকও সচেতন বা অবচেতন ভাবে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব জাহির করার তাগিদে বিশেষ শব্দাবলী (জারগন) জুড়ে প্রায় অন্য ভাষা সৃষ্টি করেন। তাই নির্মোহ ভাবনা বলে, ভাষা হ'ল একাধারে মিলনের মালা এবং বিভেদের তরবারি।

ভাষার বা সংস্কৃতির অন্য কোন বিষয়ে মিলন যতক্ষণ প্রেমের, অন্তরের টানে ঘটে যায় ততক্ষণ দ্বন্দ্ব হয় না, কিন্তু জোর করলেই অসুবিধা। দক্ষিণ ভারতের মেয়েরা উত্তরের সালওয়ার-কামিজ কেউ না বলতেই গ্রহণ করেছে, উত্তর ভারতের পুরুষ পশ্চিমী সংস্কৃতির নিন্দা করতে করতেই স্বেচ্ছায় প্যান্ট-শার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ, প্রথম গোষ্ঠীর হিন্দিতে আপত্তি আর দ্বিতীয়ের ইংরাজীতে।

জোর করার ফল এই বিরোধিতা কী একান্তই অপরিহার্য? প্রায় সব ভাষাকে বাঁচিয়ে, 'আমরা সবাই রাজা' গাইতে গাইতে এগোনো কি একান্তই অসম্ভব?

লুপ্তির ভয় সুপ্তি ভাঙ্গায়, যখন রব ওঠে 'যায়, যায়'!
তখন ভীতির সাগর পেরোয় ভাষা প্রযুক্তির না-য়।

আজকের প্রযুক্তি ভাষা নিয়ে মারপিট-এর কারণসমূহ অনেক মিটিয়ে দিচ্ছে। গুগল ইতিমধ্যেই দু' সেকেন্ড-এর মধ্যেই তাৎক্ষণিক অনুবাদ করে দিতে পারে (স্পিচ টু স্পিচ ট্রান্সলেটর -S2ST)।[৫] যন্ত্রের মাধ্যমে আয়ত্তে এসে যাওয়ায় খুব শিগগিরই হয়তো কাউকেই স্থানীয় ভাষা (মাতৃভাষা) ত্যাগ করে অন্য ভাষা শিখতে হবে না। যে দশটি ভয়েস/স্পীচ ট্রান্সলেটর নাম নীচে, তার মধ্যে পাঁচটি শতাধিক ভাষা নিয়ে এখনই কাজ করতে পারে। এরকম অনুবাদের চাহিদা যথেষ্ট হওয়ায়, এ রকম অনুবাদক অ্যাপ-এর গতি ও বিস্তার সেলফোনের মতই অতি দ্রুত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। সেই সংখ্যাটি অবধারিতভাবে দ্রুত বাড়তে থাকবে।

বাংলাদেশের জন্মের একটি মূল কারণ ছিল মাতৃভাষা নিয়ে বৈষম্য। সে দেশের অধুনা বিবর্তন জাতির ভিত্তি হিসেবে সেই আবেগের তীব্রতা অনেক মৃদু করে দিয়েছে। ভাষা যদি সত্যিই ঐক্যের দৃঢ় কারণ হত, আরবের বাইশটি দেশ, জার্মানি ও অস্ট্রিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়া এক হয়ে বড় বড় দেশ তৈরি হত। মাতৃভাষা নিয়ে মাতামাতির আর একটি করুণ দিক আছে ('না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে?') । যে সন্তানের মা-বাবা'র মাতৃভাষা আলাদা, সে কোন ভাষার জমিতে দাঁড়াবে? তারা অস্তিত্বের কোন শিকড় খুঁজবে? মনে রাখতে হবে, যাতায়াত, মেলামেশা সহজ হওয়া, গ্লোবালাইজেশন ইত্যাদির কারণে দ্বিভাষিক তো বটেই, বহুভাষিক দম্পতির সংখ্যা দেশে-বিদেশে দ্রুত বর্ধমান।

মারামারি, জোরাজুরির প্রয়োজন আর নেই,
ভাবের ফুল উঠুক ফুটে সকল ভাষাতেই।

১৪ই এপ্রিল, ২০২৬ **-অরিজিৎ চৌধুরী**

পরিশিষ্ট: স্থানীয় ভাষা বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়ছে, কিন্তু তাদের বর্ণমালা নিয়ে সে বিশ্বাস রাখা মুশকিল। ভারতে তো বটেই সারা পৃথিবীতেই যে কোন ভাষাই রোমান হরফে লেখার চাপ বাড়ছে। সেই ব্যবস্থার লাভ-ক্ষতির হিসেব করতে হবে কোন দিন।

তথ্যসূত্র

১। Why Indigenous languages matter: The International Decade on Indigenous Languages 2022–2032
https://www.un.org/development/desa/dpad/wpcontent/uploads/sites/45/publication/PB151.pdf

২। জনগণনা ২০১১ রিপোর্ট, ভারত সরকার
https://theuniqueacademy.com/news/700/more-than-19-500-mother-tongues-spoken-in-india-census

৩। SECRETARY-GENERAL STRESSES IMPORTANCE OF UPHOLDING DIVERSITY OF LOCAL LANGUAGES
https://press.un.org/en/2000/20000221.sgsm7311.doc.html

৪। What is wrong with Hindi! Hindi Language History
https://youtu.be/U4Bb7RNjN8w?si=5q7a9usEJcVlKKLj

৫। https://maestra.ai/blogs/best-speech-translator-apps